দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

পাঠাগার ও বইপড়া

রূপগঞ্জের নিভৃত পল্লীতে গড়িয়া উঠিয়াছে ১১টি পাঠাগার। বই পড়িব ভালো হইব ইহাই হইতেছে পাঠাগার গড়ার উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য ইহা নিঃসন্দেহেই একটি শুভ উদ্যোগ। ভালো বই মানুষকে জ্ঞান ও আনন্দের পথে লইয়া যায়। বইপড়া ও জ্ঞানচর্চার কোনো বিকল্প নাই। বই মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। একটি জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারে বই। আমরা আমাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে আগেও বলিয়াছি বই মানুষের আলোকোজ্জ্বল জীবনের সঙ্গী এবং বই মানুষকে আলোকিত মানুষ করিয়া তোলে। চার্লস ল্যাঙ্ক বলিয়াছেন, বই পড়িতে যিনি ভালোবাসেন তাহার শত্রু কম। সৈয়দ মুজতবা আলী বলিয়াছেন যে, বই কিনিয়া কেহ দেউলিয়া হয় না। একজন বিখ্যাত ইংরেজ কবি নিজের পাঠাগার সম্পর্কে বলিয়াছেন, আমার সময় কাটে অতীতের মনীষীদের সাথে। তাহাদের বই যখন পড়ি তখন শুধু তাহারাই নন, তাহাদের সময় যেন আমার সাথে কথা বলে। এই অনুভূতি হইতেই বোঝা যায় বই ও পাঠাগার মানুষের কতো আপন।

মানবসভ্যতার উন্মেষকাল হইতেই মানুষের জীবনে অক্ষর ও লিপির প্রভাব অনস্বীকার্য। যখন বই প্রকাশিত হয় নাই তখনো মানুষ মনের ভাব পাথরে খোদাই করিয়া রাখিত। আধুনিক যুগ হইতেছে বইয়ের যুগ। এযুগে বই ও পাঠাগারের প্রসার বিস্ময়কর। ফলে পঠন পাঠনের সুযোগও আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে বর্তমান বিশ্বের এই উন্নতির মূলে রহিয়াছে বই। বই মানুষের চিন্তা ও চেতনাকে নূতন আয়তন দিয়াছে। একটি ভালো বই মানুষের সার্বোৎকৃষ্ট সঙ্গী। বই মানুষের জীবন যুগপৎ জ্ঞান ও আনন্দে ভরিয়া তুলিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ পাঠাগারকে সমুদ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

বলিতে দ্বিধা নাই বই পড়ার ক্ষেত্রে সময়ের বিচারে আমরা বহু পিছাইয়া আছি। আমাদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ তেমনভাবে গড়িয়া ওঠে নাই। বই হইতেছে মানুষের অজ্ঞতা দূর করিয়া জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করার চাবিকাঠি। বইয়ের প্রয়োজন ও গুরুত্ব লইয়া নূতন করিয়া বলার কিছু নাই। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মূল্যবান বক্তব্যটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন, সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্ব-শিক্ষিত এবং স্ব-শিক্ষার ক্ষেত্র হইতেছে পাঠাগার। ভালো বইয়ের অভাব দুনিয়ার সব দেশেই কমবেশি রহিয়াছে। দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশে এই অভাব আরো প্রকট। কথাটা হয়তো অন্যভাবেও বলা যায়। ভালো ও উন্নতমানের বই তুলনামূলকভাবে কম বলিয়াই এসব দেশ দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ। এই প্রেক্ষাপটে নিভৃত পল্লীতে পাঠাগার গড়িয়া তোলা ও বই পড়ার ব্যবস্থা করা নিঃসন্দেহেই একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। এই উদ্যোগ অবশ্যই বহু মানুষের বইপড়া অর্থাৎ পাঠাভ্যাস তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখিবে। বই পড়িবো ভালো হইবো এই আদর্শ সামনে রাখিয়া বই পড়ার অভ্যাস গড়িয়া তুলিলে তাহা ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবনকে যে সমৃদ্ধ করিবে তাহা অধিক না বলিলেও চলে। বই পড়ার আসল উদ্দেশ্যও তাহাই, বইয়ের সাহচর্যে জীবনকে আলোকিত ও বিকশিত করিয়া তোলা। এ ক্ষেত্রে পাঠাগারের ভূমিকা অনন্য সাধারণ ও সুদূরপ্রসারী।

দেশের দায়িত্বশীল ও অধিকার-সচেতন নাগরিক গড়িয়া তোলার ক্ষেত্রে পাঠাগারে বই পড়ার অভ্যাস তথা স্বশিক্ষা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। এই লক্ষ্যে একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়িয়া তোলা সম্ভব হইলে তাহা হইবে একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ কাজ। আন্দোলনের লক্ষ্য হইতে পারে দেশের প্রতিটি গ্রামে শুধু সরকারের অর্থানুকূল্যে নয়, স্থানীয় ধনাঢ্য ও সংস্কৃতিমনা লোকদের সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতায় পাঠাগার গড়িয়া তোলা। প্রতি বছর ইতিহাস, প্রযুক্তি, গল্প উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, ক্লাসিক্স প্রভৃতি বিষয়ক নতুন বই কিনিয়া পাঠাগার সমৃদ্ধ করা। একটি এলাকায় একটি পাঠাগার থাকার অর্থ সমাজে আলোকিত মানুষ তৈরী হওয়ার সুযোগ অবারিত থাকা।